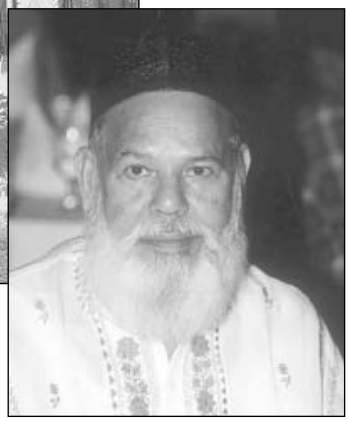

মণিপুর স্কুল এবং এস এ খালেকের রাজনীতি

wi‡cvU : e`i“‡ÏvRv eve

সুস্থ চিন্তাভাবনা আমাদের সমাজে এখন বিরল। সুস্থ মানুষেরও অভাব। চারপাশ জুড়ে শুধু অসুস্থতা। অসুস্থ রাজনীতি। রাজনৈতিক এই অসুস্থতা থেকে বাদ পড়ছে না কোনো কিছুই। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও। শহরের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিকার হচ্ছে এই নোংরা রাজনীতির।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, ভিকারুননিসা নূনের পর এবার মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পালা। স্কুলটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে একটি নাম। শেখ সবদার আলী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি। দিন-রাত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন এই স্কুলকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠের একটি হিসেবে। এটা সর্বজন স্বীকৃত। তিনিই এখন রাজনীতির শিকার। তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে নেমেছে একদল লোক। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন এলাকার এমপি এস এ খালেক এবং তার সঙ্গে আছেন কিছু জামায়াত সমর্থক শিক্ষক। অপরদিকে অভিভাবকরা চাচ্ছেন শেখ সবদার আলীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে। কারণ এই অভিভাবকরা জানেন, শেখ সবদার আলী ছাড়া মণিপুর স্কুলের বিশেষত্ব নেই। থাকবে না এর শ্রেষ্ঠত্ব।

শেখ সবদার আলীকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা আগেও কয়েকবার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অভিভাবক এবং এলাকার সুধী সমাজের দাবির মুখে তাকে তার পদ থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। এলাকার এমপি এস এ খালেক যিনি স্কুলের চেয়ারম্যান, তিনি চান না শেখ সবদার আলীকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে- কেন? এই 'কেন'র পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক কারণ। এর একটি কারণ হচ্ছে স্কুলের বিশাল সম্পত্তি।

সম্পত্তি ১০০ কোটির উপরে

মিরপুরে মণিপুর জুনিয়র হাইস্কুল নামে স্কুলটি ১৯৬৯ সালে যাত্রা শুরু করে কয়েকটি বেড়ার ঘর দিয়ে। ২০০৫ সালের ১৭ জানুয়ারি স্কুলটি ৩৫ বছর পূর্ণ করবে। স্কুলটির এই দীর্ঘ যাত্রায় শুধু পরিসরই বাড়েনি, বেড়েছে খ্যাতিও। সুনাম কুড়িয়েছে দেশের কয়েকটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি হিসেবে। ১৯৯১ ও ২০০৩ সালে সরকারি স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার। ১৯৯৫ সালে এলাকাবাসীর চাহিদার কারণে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় মিরপুর-৭ নং সেকশনে চালু করে এই স্কুলের একটি শাখা স্কুল। বালক ও বালিকা শাখার দুটি বিশাল ভবন ছাড়াও ব্রাঞ্চ স্কুল মিলিয়ে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন ৮ হাজারের বেশি। এলাকার মেধাবী ছেলেমেয়েরাই এখানে পড়ে, ভর্তি হতে চায়। অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষা থাকে তার সন্তানকে মণিপুর স্কুলে পড়ানোর। কারণ এই স্কুলের বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মণিপুর স্কুলের পাসের হার ছিলো প্রায় ১০০%। এ সবই সম্ভব হয়েছে শেখ সবদার আলীর কারণে। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি স্কুলটিকে নিরলস পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছেন দেশের শ্রেষ্ঠ একটি বিদ্যাপিঠ হিসেবে। এটা যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান অভিভাবকরা স্বীকার করেন, তেমনি শিক্ষকরা এবং ছাত্রছাত্রীরাও। তবে তার এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে চান না কিছু লোক। স্বাভাবিকভাবেই তারা স্কুলের ভালো চান না। কারণ স্কুল খারাপ না ভালো এটা তাদের কাছে বিষয় নয়। তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নিজেদের স্বার্থ। তারা টাকা উপার্জনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখে স্কুলটিকে। কিন্তু শেখ সবদার আলী তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ তিনি স্কুলে থাকলে তারা স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না এটা ভালো করেই জানে।

মণিপুর স্কুলের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি। স্কুলের ফান্ডে নগদ আছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। ২০০৫-এর ভর্তি সেশন শেষ হবার পর স্কুলের ফান্ডে আরো চলে আসবে ৪-৫ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল সম্পত্তি ও টাকার ওপর চোখ পড়েছে এলাকার এমপি এস এ খালেকসহ কিছু সুবিধাবাদী শিক্ষকের। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই খালেক চেয়েছিলেন স্কুলের চেয়ারম্যান হতে।

এস এ খালেককে ঘিরে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। জাতীয় নির্বাচনে তার বিপক্ষ দলের প্রার্থী ড. কামাল হোসেন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'হেয় আবার ডাক্তার হইছে কবে। তারে তো ডাক্তারি করতে দেহি না। সারা বৎসরই তো বিদেশে থাকে।' তিনি যেখানেই যান তার হজের গল্প বলেন। প্রথমবার হজ করে এসে তিনি বলেছিলেন, 'সৌদি আরবে সবকিছুই হয় আরবিতে, শুধু আজানটা হয় বাংলায়।' মণিপুর স্কুলের চেয়ারম্যান হয়ে তিনি প্রথম সভায় বলেছিলেন, 'মণিপুর স্কুলরে আমি ইউনিভারসিটি বানাইয়া দিমু।'

... এ ধরনের অনেক গল্পের সঙ্গে তিনি জড়িত। মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অবসর বিষয়ক সংকট নিয়ে ২৫ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০কে সাক্ষাৎকার দেন ঢাকা ১১ আসনের এমপি ও মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান এস এ খালেক। এক প্রসঙ্গে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেছেন...

'আমি বাতাসে বড় হইছি নাকি নিয়ম-অনিয়ম বুঝি না'

এস এ খালেক
সংসদ সদস্য, ঢাকা-১১, সভাপতি, মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি তো মিরপুরের সংসদ সদস্য। আপনার এলাকায় সবচেয়ে ভালো স্কুল কোনটি?

আলহাজ এস এ খালেক : 'ভালা স্কুল' মণিপুর স্কুল। আমি চেয়ারম্যান হওয়ার আগে মণিপুরও খারাপ স্কুল ছিলো। একটাও A+ পায় নাই। হজে যাওয়ার আগে আমি সব টিচারগোরে ডাইকা কইলাম আপনেগোরে বেতন, ভাতা সব বাড়াইয়া দিমু আপনারা শিক্ষার মান বাড়ান। তারপরে গিয়া মণিপুর স্কুলে A+ পাইলো ছাত্রছাত্রীরা। আমি যাওয়ার আগে গত তিন বছর A+ পায় নাই কেউ।

২০০০ : আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি যাওয়ার পর শিক্ষার মান বেড়েছে স্কুলে। এই শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য আপনি কি কি পরিবর্তন এনেছেন মণিপুর স্কুলে?

এস এ খালেক : ভালা চেঞ্জ করছি। আপনে স্কুলে গিয়া খবর লইয়েন। কি দুর্নীতি ছিলো না এটা ভাষায় বলা যায় না।

২০০০ : কি ধরনের দুর্নীতি?

এস এ খালেক : দুর্নীতি বিভিন্ন ধরনের। কি আর কমু। শিক্ষকরা গিয়া স্কুলে বসতো না, কিছুই জানে না। সব ঠিক কইর‍্যালাইছি। যে কোনো জিনিস হইবো, পারচেজ করতে হইবো মিটিংয়ে এজেন্ডা আনতে হইবো আগে। কমিটি সিদ্ধান্ত দিলে তারপর হইবো। জিনিস কিনবার সময় TR (শিক্ষক প্রতিনিধি) একজন, কমিটির একজন মোট দু'জন থাকতে হইবো। এসব জিনিস ঠিক কইরা আনছি। বই সেক্ষশনে একটা কমিশন দেয় হেইডাও হেরা মাইর‍্যা খাইতো।

২০০০ : মানে আপনি যাবার পর স্কুলের যে এতো দুর্নীতি ছিলো দূর হয়েছে?

এস এ খালেক : অনিয়ম বেক দূর কইরালাইছি। ম্যাক্সিমাম যতো পারছি আর কি। চেষ্টা করছি।

২০০০ : অনিয়ম থাকার পরও তো মণিপুর স্কুল ২০০৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এস এ খালেক : আমি আসার পর হইছে। এর আগে হয় নাই। A+ও পাইছে আমি যাওয়ার পরে। আমি গিয়া টিচারগোরে লইয়া বসলাম, মিটিং করলাম, কইলাম, ভাই-বোন হিসাবে আপনাগো কাছে অনুরোধ, শিক্ষার মান ভালা করেন। যদি অন্যায়ভাবে পয়সা খান আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন। আপনি স্কুলে টাইম মতো আইবেন, টাইম মতো যাইবেন। সব শিক্ষক আমার কথা শুনছে।

২০০০ : আপনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার দেড় বছর পর স্কুলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। আপনি যদি দেড় বছর আগে চেয়ারম্যান হতেন তাহলে স্কুলের দুর্নীতিগুলো আগে দূর হতো... স্কুলের পড়ালেখার মানও বাড়তো!

এস এ খালেক : আমি কেন যাই নাই, বলি আপনারে। আমি ৯ বার হজ করছি। ৫ বার বড় হজ, ৪ বার ওমরা। আমি ঈমানদার মানুষ। এসব ঝামেলায় যাইতে চাই না। এবার স্কুলের কয়েকজন আমারে জোর কইরা নিলো। আমি দেখলাম আমার না যাওয়াটা তো ভুল। যারা ভালা স্যার হেরা আমারে জোর কইরা ডাইকা নিসে। যারা খারাপ হেরা চায় নাই আমি সেইখানে যাই। আমি যাওয়ার পর সব ঠিক কইরা লইছি। আর উনি (প্রধান শিক্ষক) করতো কি শিক্ষকগো মধ্যে গ্রুপিং তৈরি কইরা রাখতো। আমি শিক্ষকগোরে কইছি, দয়া কইরা আপনারা পোলাপাইনগোরে ঠিকমতো পড়ান। আমি মক্কা শরিফ যাইতাছি আপনেগো লাইগ্যা দোয়া করমু। ঠিকই হেরা শিক্ষার মান বাড়াইছে।

২০০০ : সম্প্রতি স্কুলে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে যে সংকট তৈরি হয়েছে... পদত্যাগ করতে চাচ্ছে।

এস এ খালেক : সংকট তো না। পদত্যাগ তো না। ওনার বিরুদ্ধে একটা ইনকোয়ারি করতাছি। স্কুলের বিল্ডিং করার জন্য সে কন্ডাক্টে না দিয়ে মালামাল নিজে কিইন্যা দিচ্ছে এটা একটা অনিয়ম না। আমি একটা কমিটি করার কথা কইছি। হেড মাস্টার থাকবো, সভাপতি থাকবো, আর কমিটির একজন, একজন গভর্নমেন্ট স্কুলের, একজন বাইরের এক্সপার্ট। এই কমিটি সে করে নাই। বিল্ডিং করছে সেইডার মধ্যে পুরাডাই অনিয়ম, ৫০টা কম্পিউটার কিনছে আমরা জানলাম না, সেইডাও অনিয়ম।

২০০০ : প্রধান শিক্ষক কি নিজের জন্য কম্পিউটার নিয়েছে নাকি স্কুলের জন্য?

এস এ খালেক : স্কুলের জন্য কিনসে। কিন্তু এইডার নিয়ম আছে তো। কমিটির সভায় তার এজেন্ডা আনতে হইবো, সভায় পাস করাইতে হইবো। এগুলো হেয় কিছুই করে নাই। তখন আমি তারে ধরলাম। কইলাম, খুঁজলে তো অনিয়ম বহু বাইর হইবো। তখন হেয় (প্রধান শিক্ষক) কইলো, ভাই তাহলে আমি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি।

২০০০ : শেখ সবদার আলী এই কথা কবে, কোথায় আপনাকে

কিন্তু তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান শেখ সবদার আলী। ক্ষমতায় আসার পরও দেড় বছর পর্যন্ত এমপি এস এ খালেক স্কুলের চেয়ারম্যান হতে পারেননি। উত্তেজিত এমপি তখনই ঘোষণা করেছিলেন, শেখ সবদার আলী কীভাবে মণিপুর স্কুলে হেডমাস্টারি করে তিনি দেখে নেবেন।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ডিসি থাকেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। তবে এমপি যদি কোনো স্কুলের চেয়ারম্যান হতে চান তাহলে ডিসির কিছু করার থাকে না। বাধ্য হয়ে এমপিকে এই পদটি ছেড়ে দিতে হয়। ঠিক এমনটি ঘটেছে মণিপুর স্কুলের ক্ষেত্রে। ২০০২ সালের নবেম্বর মাসে এস এ খালেক গিয়ে দেখা করলেন ঢাকার তৎকালীন ডিসি হায়দার আলীর

বলেছেন?

এস এ খালেক : ১৪ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির সবার সামনে কইছে।

২০০০ : আপনি তখন কি বলেছেন?

এস এ খালেক : আমি তখন কইছি, আপনি যেইটাই করেন আমার কোনো অসুবিধা নাই। এইখান দিয়া যাগোরে ইনকোয়ারি করতে দিলাম হেরা কইলো, হেডমাস্টার চইল্যা গেলে যাও তথ্য পামু হেইডা এখন পামু না। আমি কইলাম অসুবিধা নাই।

২০০০ : আপনি যে ইন্টারনাল অডিট টিম গঠন করে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনলেন সেই অডিট টিমের রিপোর্ট কি আপনার কাছে এখন আছে?

এস এ খালেক : ওইডা তো এখনো পুরা হয় নাই। বাকি আছে এখনও।

২০০০ : তাহলে অনিয়মের বিষয় আসছে কোথা থেকে? ইন্টারনাল অডিট টিমের রিপোর্ট তো এখনো আসেনি? আপনি কিসের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মের কথা বলছেন?

এস এ খালেক : রিপোর্ট কি হইবো জানি না, অনিয়ম করছে হেইডা জানি তো।

২০০০ : ইন্টারনাল অডিট টিম করার নিয়ম হচ্ছে দুই সদস্যবিশিষ্ট সর্বোচ্চ তিন সদস্য বিশিষ্ট হতে পারে। আপনি করিয়েছেন ৫ সদস্য বিশিষ্ট এবং আপনার পছন্দের শিক্ষকদের দিয়ে। তারপর এই টিম শেষ তিন মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখতে পারে কিন্তু আপনি চার বছর আগেরও কনস্ট্রাকশন হিসাব অডিট করিয়েছেন। এটা তো কোনো নিয়মের মধ্যে পড়লো না। অনিয়মের দায়ে তো আপনিও অভিযুক্ত তাহলে।

এস এ খালেক : কোনডা অনিয়ম।

২০০০ : এই অডিট টিম যেটা করিয়েছেন?

এস এ খালেক : আমি তো স্কুলের বিল্ডিং যখন থাইক্যা আরাম্ভ হইলো তখন থাইক্যা এই সময় পর্যন্ত অডিট করাইছি।

২০০০ : কিন্তু নিয়ম তো শেষ তিন মাসের অডিট করা, আর প্রতি বছর মন্ত্রণালয় থেকে অডিট করানোই হয়।

এস এ খালেক : আরে আমি কি বুঝামু তিন মাস? আমি কিছু বুঝি না? আমি কি বাতাসে বড় হইছি? কেন অডিট করাইলে অসুবিধাটা কি?

২০০০ : কিন্তু কনস্ট্রাকশনের হিসাব-নিকাশ করা তো ইন্টারনাল অডিট টিমের কাজ না?

এস এ খালেক : কনস্ট্রাকশনের খরচপাতি দেখলে আপনার কষ্ট হয় কেন? দেখলে অসুবিধা কি? কি অনিয়ম হইলো দেখতে হইবো না। কি বুঝাইতাছেন আমারে।

২০০০ : আপনারা আপনাদের অডিট টিমের রিপোর্টটা এখনো প্রকাশ করেননি কেন?

এস এ খালেক : আরে কমপ্লিট তো হয় নাই এখনও। প্রকাশ করুম কেমনে।

২০০০ : তাহলে আপনারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগটা আনছেন কিসের ভিত্তিতে?

এস এ খালেক : আমি আপনে কইলে তো অনিয়ম হইবো না। অনিয়ম করছে... অনিয়ম ইনকোয়ারি করতাছি। অনিয়ম আছে কি না তার।

২০০০ : আপনি তো এখনই বললেন উনি অনেক অনিয়ম করেছেন?

এস এ খালেক : না; আমি বলছি যে... আমি দেখাইলাম যে, এটা তো সাধারণ লোকও জানে। বিল্ডিং দিলেন আপনি কন্ট্রাকে, সেই বিল্ডিং-এর মাল আপনে নিজে কিনতাছেন। এটা অনিয়ম। শিক্ষক নিয়োগ একটি কমিটি হয়... সেটা করে নাই।

২০০০ : কিন্তু আপনি তো বললেন রিপোর্ট এখনও দেয় নাই?

এস এ খালেক : এগুলো তো আমি নিজেই জানি।

২০০০ : তাহলে আপনি তাকে বরখাস্ত করলেন না কেন?

এস এ খালেক : না... এমনে তো বরখাস্ত করা যায় না। এজন্যই তো ইনকোয়ারি বসানো হয়েছে। ইনকোয়ারি যদি বলে যে অনিয়ম হইছে তাহলে হবে। না হইলে সে ফ্রি।

২০০০ : প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলী 'অবসর' নিলে আপনি ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বলেন মণিপুর স্কুলের তিনটি শাখা চালানোর মতো কি ব্যবস্থা আপনারা নিয়েছেন?

এস এ খালেক : সবদার আলী স্কুল চালায় নাকি। অ্যাসিসটেন্ট হেড স্যাররা আছেন না। শিক্ষকরা আছেন না।

২০০০ : তাহলে তিনি এতো বছর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কি করতেন?

এস এ খালেক : ঐ যে কইলাম না দিনের দুপুর বেলায় স্কুলে আইতো। খালি তেল পুড়াইয়্যা গাড়ি কইরা ঘুইর‍্যা বেড়াইতো। কাম কি করতো উনি নিজেই জানে।

২০০০ : তাহলে উনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলো কীভাবে? আর মিরপুরবাসী সবাই জানে স্কুলের প্রতি ওনার কনট্রিবিউশন কতটুকু।

এস এ খালেক : আরে ভাই কি কন্ট্রিবিউশন? কি বলতাছেন। আমি তো কইলাম স্কুল তো চালাইছে শিক্ষকরা।

২০০০ : স্কুলটি উনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এমনকি উনি নাকি মাইরও খেয়েছেন...

এস এ খালেক : হু। উনি তো নিজেই বলে, আমি ৫-৬ বার মাইর খাইছি। কি কারণে মাইর খায় জানি না। (হা...হা)

২০০০ : শেখ সবদার আলীর প্রতি মিরপুরবাসীর একটি সফ্‌ট কর্নার আছে। মণিপুর স্কুলকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন আজকের এই জায়গায়... এটা সর্বজনস্বীকৃত।

এস এ খালেক : মণিপুর স্কুলরে উডাইছি তো আমি। মূলে আছি আমি। বেড়ার স্কুল থেকে এই পর্যন্ত আমিই আনছি। এই মিরপুরেই তো আমি গ্রাম থাইক্যা শহর বানাইছি।

২০০০ : আচ্ছা যাই হোক। এখন আপনি বলবেন কি এই প্রধান শিক্ষক চলে গেলে আপনি স্কুলটা কীভাবে চালাবেন? সভাপতি হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার মাথায় কোনো প্ল্যান আছে?

এস এ খালেক : ওটা তো আমি বলতে পারমু না। মিটিং ছাড়া আমি কিছুই বলা পারমু না। মিটিংয়ে আমি সবাইরে মূল্যায়ন করি।

২০০০ : আপনি মণিপুর স্কুল চালাচ্ছেন এডহক কমিটি দিয়ে। পর পর ৪ টার্ম। নির্বাচন দিচ্ছেন না কেন?

এস এ খালেক : আমি তো সহজ-সরল লোক। প্রথমবার তো বুঝি নাই। এই হেডস্যারই আমারে দিবার দিলো না। আমি তো নির্বাচন দিবার চাই।

২০০০ : এখানে তার (প্রধান শিক্ষক) স্বার্থটা কি?

এস এ খালেক : আমি জানি না।

২০০০ : আপনি এখন কয়টা স্কুলের চেয়ারম্যান।

এস এ খালেক : বেশি না। আমি ছাইরা দিতাছি অনেক স্কুল।

২০০০ : না কয়টি স্কুলের জানতে চাচ্ছিলাম?

এস এ খালেক : আরে বেশি না। কয়েকটা।

২০০০ : আমি তো জানি আপনি এখন স্কুল, কলেজ মিলিয়ে ৩৮টার চেয়ারম্যান? এতোগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালান কীভাবে?

এস এ খালেক : এই যে দেখেন না কতো লোক আসে। রাত পর্যন্ত কাম করি। সারাদিনই কাজ করি আমি।

সঙ্গে। তিনি তার শখের কথা জানালেন ডিসিকে। এভাবেই এস এ খালেক বনে গেলেন মিরপুরের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। মণিপুর স্কুলের চেয়ারম্যান কেন হতে চাইলেন এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমারে স্কুলের ভালা শিক্ষকরা জোর করে লইয়া গেছে। আমি প্রথমে চেয়ারম্যান হইতে চাই নাই।'

কিন্তু হায়দার আলীর সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়টি তুললে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অভিভাবকরা চাননি এমপি এস এ খালেক স্কুলের চেয়ারম্যান হোক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র শিক্ষক বলেন, 'যার ভিতরে কোনো শিক্ষা নেই সে কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবে। আর তিনি

তো অন্যের কথায় চলেন। স্কুলে আসার পর পড়ালেখার মানোন্নয়নের জন্য কোনো উদ্যোগই তাকে নিতে দেখা যায়নি। তিনি শুধু রাজনীতিই করেছেন।' এমন অভিমত আরো অনেক শিক্ষকই প্রকাশ করলেন।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে তিনি মণিপুর স্কুল চালাচ্ছেন এডহক কমিটি দিয়ে। এটি একটি অস্থায়ী কমিটি। নিয়ম অনুযায়ী এডহক কমিটি গঠন হয় ছয় মাসের জন্য। এই ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করা ছাড়াও স্কুলের সুপ্রিম অথরিটির দায়িত্ব পালন করে এই কমিটি। কিন্তু এস এ খালেক মণিপুর স্কুলের চেয়ারম্যান হবার পর এখনো নির্বাচন করাতে পারেননি। চার-চারটি এডহক কমিটি গঠন করে এখন পঞ্চম এডহক কমিটি দিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন। নির্বাচন দিতে তিনি আগ্রহী নন। কারণ সে ক্ষেত্রে তার পছন্দের লোকগুলোর নির্বাচিত কমিটিতে থাকার সম্ভাবনা নেই। তার ওপর একবার নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও দুজন অভিভাবকের নির্বাচনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত। আদালতে ঐ দু'জন প্রার্থী তাদের পক্ষে রায় পেলেও রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হলে বিষয়টি এখনো উচ্চ আদালতের রায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। রায় না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হবার কোনো সম্ভাবনাই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে এমপি এস এ খালেককে প্রশ্ন করা হলে উল্টো তিনি প্রধান শিক্ষকের ওপর দোষ চাপান। অনুসন্ধানে জানা যায়, এস এ খালেক মিরপুরে অন্য যেসব ভালো স্কুল আছে যেমন- গার্লস আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, এমডিসি মডেল হাইস্কুল, মিরপুর বাঙলা উচ্চ বিদ্যালয়, শাহ আলী মডেলেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ক্ষমতাবলে তিনি এই স্কুলগুলের চেয়ারম্যান ঠিকই হয়েছেন কিন্তু নিজেই কোনো না কোনো সমস্যা তৈরি করে রাখছেন। কোনো কোনো স্কুলে নির্বাচন দিলেও তার পছন্দের প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য অন্য প্রার্থীদের নমিনেশন বাতিলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করিয়ে ছাড়েন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এডহক কমিটি দিয়ে তো তিনি মণিপুর স্কুল চালাচ্ছেন। তাহলে প্রধান শিক্ষককে স্কুল ছাড়া করতে চাচ্ছেন কেন? আর এডহক কমিটি শেখ সবদার আলীকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে কি না সেটাও বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি আমরা করেছিলাম প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীকে। তিনি বলেন, 'আমি স্কুলের এই বিশাল ফান্ডের কথা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। কারণ আমি জানি, এই ৩ কোটি টাকার খবর পেলে ওদের মাথা ঠিক থাকবে না। তাই চক্রান্ত করে ওরা আমাকে সরাতে চায়। শেষ করে দিতে চায় স্কুলটিকে। তারা জানে, আমি থাকলে তারা এ কাজটি করতে পারবে না।' বিষয় শুধু এখানে টাকার নয়, নিয়ন্ত্রণেরও। এস এ খালেক নিয়ন্ত্রণ করতে চান স্কুলটিকে। তার পেছনের লোকগুলোকে আনতে চান ক্ষমতায়। দুই বছর সভাপতি থাকার পরও শেখ সবদার আলী এস এ খালেকের এই স্বপ্ন পূরণ করতে দেননি। চক্রান্তকারী শিক্ষক এবং এমপিকে লুটপাট করতে দেননি একটি পয়সাও। স্বাভাবিকভাবেই এস এ খালেক ও চক্রান্তকারীরা পথ খুঁজতে থাকেন শেখ সবদার আলীকে তার পথ থেকে সরানোর।

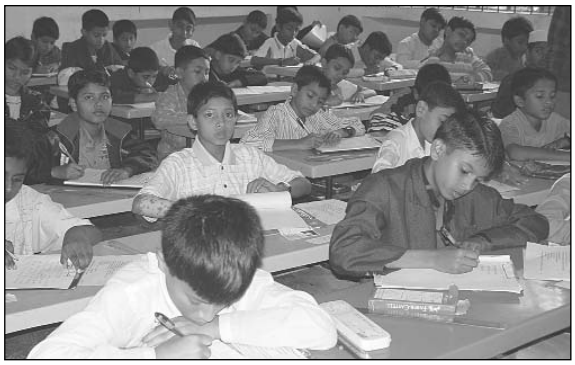

আসলে এস এ খালেক ইন্টারনাল কমিটির রিপোর্টের দোহাই দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন শেখ সবদার আলীর ওপর। স্বাভাবিকভাবেই প্রধান শিক্ষকও দেখতে চেয়েছেন তিনি কোথায় কোথায় অনিয়ম করেছেন। আমরাও জানতে চেয়েছি এমপির কাছে। তিনি দেখাতে পারেননি। তিনি মুখে যেসব অনিয়মের কথা বলেন সেগুলোও কোনো অনিয়মের মধ্যে পড়ে কিনা সেটা নিয়েও একটি কমিটি করা যেতে পারে

অনিয়মের হাস্যকর অভিযোগ

এমনই একটি পথ খুঁজে বের করে 'ইন্টারনাল অডিট টিম'। প্রতিটি স্কুলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর যে অডিট টিম (এক্সটারনাল অডিট টিম) আসে তা মোকাবেলা করার জন্য ইন্টারনাল অডিট করিয়ে থাকে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই টিম সর্বোচ্চ তিন মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই টিমটি হতে হবে দুই অথবা সর্বোচ্চ তিন সদস্যবিশিষ্ট। কিন্তু এমপি সাহেব নিয়ম ভঙ্গ করে গঠন করলেন ৫ সদস্যবিশিষ্ট অডিট টিম। শিক্ষক বেলায়েত হোসেনকে প্রধান করে আরো ৪ জন অনুসারী শিক্ষক নিয়ে এই অডিট টিম তিন মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাবে না দেখে চার বছর আগে স্কুলের তৈরি করা বালক শাখায় ভবন ও ব্রাঞ্চ স্কুলের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কাগজপত্রের গরমিল খোঁজা শুরু করে। অনিয়মের মধ্য দিয়ে ইন্টারনাল অডিট টিম গঠন করে এই টিমকে দিয়ে তারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম সন্ধান করলেন। এই অডিট টিমের একজন মাওলানা আবদুল মান্নান। এমপি সাহেবের কাছের লোক হিসেবে তার সুনাম আছে। তিনি জানালেন, ২০০২ সালের নবেম্বর মাস থেকে ২০০৪ সালের নবেম্বর পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র তারা অডিট করেছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমাদের অডিট টিমের রিপোর্ট আমরা আমাদের চেয়ারম্যান এমপি এস এ খালেক সাহেবের কাছে জমা দিয়েছি। আমরা তদন্তে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি পাইনি। তবে অনিয়ম পেয়েছি। যেমন- নিয়ম অনুযায়ী কাজ না করানো, বিল্ডিং করার সময় স্টক রেজিস্টার না করানো, কন্ট্রাক্টর না নেওয়া ইত্যাদি।' ইন্টারনাল অডিট টিমটি গঠন এবং তার কার্যক্রমই যে একটি অনিয়ম এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ' বিষয়টি আমি জানি না।'

বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আব্দুল মান্নান, শেখ আনিসুর রহমান, রঈস উদ্দীন, আব্দুস সাত্তার- এই পাঁচজন শিক্ষককে দিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব অডিট করিয়েছেন। এরা সবাই তার কাছের লোক। আসলে তিনি মনে করেছিলেন তার এই দল বড় কোনো দুর্নীতির খোঁজ তাকে দিতে পারবে; যার মাধ্যমে তিনি খুব সহজে প্রধান শিক্ষককে বহিষ্কার করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো প্রকার দুর্নীতি না পেয়ে প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীর বিরুদ্ধে এনেছেন হাস্যকর অনিয়মের অভিযোগ। উদাহরণ হিসেবে একটি তুলে ধরা যেতে পারে। স্কুলের নতুন ভবনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি কম্পিউটার লাগবে। এখন প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন না নিয়ে কম্পিউটারগুলো কিনে ফেলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ঠিকই ম্যানেজিং কমিটির সভায় কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। এই বিষয়টিকেই ইন্টারনাল অডিট টিম বলছে অনিয়ম হিসেবে। বিষয়টিতে

এস এ খালেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'উনি (প্রধান শিক্ষক) স্কুলের জন্য কম্পিউটার কিনসে। কিন্তু এইডার নিয়ম তো আছে। কমিটির সভায় তার এজেন্ডা আনতে হইবো, সভায় পাস করাইতে হইবো। এগুলো হেয় কিছুই করে নাই। তয় হেইডা অনিয়ম না?'

প্রধান শিক্ষক নিয়ম ভাঙলেও স্কুলের জন্যই করেছেন। স্কুলের সিনিয়র একজন শিক্ষক বলেন, 'জরুরি প্রয়োজনে তিনি স্কুলের জন্য যেটা দরকার মনে করেছেন সেটাই করেছেন। তা না হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মতো তাকে চেয়ে থাকতে হতো ম্যানেজিং কমিটির সভার দিনক্ষণের দিকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তিনি তো কম্পিউটার কিনে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাননি। স্কুলের প্রয়োজনে কিনেছেন।' এ কথাটি বোঝার মতো শক্তি

মণিপুর স্কুলের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি। স্কুলের ফান্ডে নগদ আছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। ২০০৫-এর ভর্তি সেশন শেষ হবার পর স্কুলের ফান্ডে আরো চলে আসবে ৪-৫ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল সম্পত্তি ও টাকার ওপর চোখ পড়েছে এলাকার এমপি এস এ খালেকসহ কিছু সুবিধাবাদী শিক্ষকের

এমপি এস এ খালেকের নেই। দল ও ভোল পাল্টানোর রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন- এটা সারা দেশবাসী জানে। ক্ষমতায় থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

মণিপুর স্কুলের ক্ষেত্রে এস এ খালেক থাকতে চান একক ক্ষমতাবান। হতে চান স্কুলের অর্জিত কৃতিত্বের নায়ক। তাই তো তিনি ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি চেয়ারম্যান হওনের আগে মণিপুর স্কুল খারাপ স্কুল আছিলো। একটাও A+ নাই। হজে যাওয়ার আগে আমি কইলাম আপনেগোরে বেতনভাতা বাড়াইয়া দিমু। আপনারা শিক্ষার মান বাড়ান। তারপর স্কুল A+ পাইলো।' বেতন বাড়ানো আর শিক্ষার মান বাড়ানো যে এক কথা নয় এটা তিনি বোঝেন না। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য তিনি চেয়ারম্যান হবার পর কি কি করেছেন বারবার এই প্রশ্ন করা হলে তিনি সেই একই জবাব দেন। স্কুলের সব শিক্ষকই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভীষণ উদগ্রীব। অভিভাবকরা জানতে চান, শেষ পর্যন্ত কি প্রধান শিক্ষককে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে? এস এ খালেক মণিপুর স্কুলের কী ভালো করবেন এটা মিরপুরবাসী জানে। তাকে বোঝানো হয়েছে, স্কুল চালান শিক্ষকরা, প্রধান শিক্ষক কোনো কাজই করেন না। তিনিও সেভাবেই কথা বলছেন। নিজস্ব কোনো মত দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। কারণ তিনি পরিবেষ্টিত এমন কিছু শিক্ষক দিয়ে যারা তাকে মাধ্যম করে শেখ সবদার আলীকে স্কুল ছাড়া করতে চাচ্ছে।

অনিয়মের অভিযোগ মুখে মুখে

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীর বিরুদ্ধে এস এ খালেক যে অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন তার এখনো পর্যন্ত কোনো ভিত্তি নেই। কারণ তিনি ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, ইন্টারনাল অডিট টিমের রিপোর্ট এখনো শেষ হয়নি। আবার তিনি অনিয়মের অভিযোগও করছেন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'আমি-আপনে কইলে তো অনিয়ম হইবো না। অনিয়ম করছে... অনিয়ম ইনকোয়ারি করতাছি। অনিয়ম আছে কিনা তার।... আর অনিয়ম যে করছে এইডা তো আমি নিজেই জানি।' এক মুখে দুই ধরনের কথা এস এ খালেককেই মানায়। অপরদিকে ইন্টারনাল অডিট কমিটির সদস্যরা ২০০০কে বলেছেন, তারা রিপোর্ট চেয়ারম্যানের কাছে দিয়েছেন। ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষানুরাগী সদস্য আব্দুল মান্নানের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'রিপোর্ট চেয়ারম্যানের কাছে আছে। আমি দেখিনি। তবে শুনেছি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম পাওয়া গেছে। মিটিংয়ে উঠলে রিপোর্ট দেখবো।'

আসলে এস এ খালেক ইন্টারনাল কমিটির রিপোর্টের দোহাই দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন শেখ সবদার আলীর ওপর। স্বাভাবিকভাবেই প্রধান শিক্ষকও দেখতে চেয়েছেন তিনি কোথায় কোথায় অনিয়ম করেছেন। আমরাও জানতে চেয়েছি এমপির কাছে। তিনি দেখাতে পারেননি। তিনি মুখে যেসব অনিয়মের কথা বলেন সেগুলোও কোনো অনিয়মের মধ্যে পড়ে কিনা সেটা নিয়েও একটি কমিটি করা যেতে পারে। কারণ সরকারি অডিট টিম তাদের বাৎসরিক অডিট পর্যালোচনায় এমন কোনো অনিয়ম পায়নি। আর এস এ খালেকও ভালো করেই জানেন তার উত্থাপিত এসব অনিয়মের অভিযোগ ধোপে টিকবে না। এ প্রসঙ্গে শেখ সবদার আলী বলেন, 'চেয়ারম্যানকে চালাচ্ছে কিছু লোক। তারা তাকে সবসময় কানপড়া দিচ্ছে এবং তিনি সে মোতাবেক চলছেন। যখন আমাকে তারা চাপ দিয়ে কোনোভাবেই বিদায় করতে পারলো না, তখন ইন্টারনাল অডিট কমিটি গঠন করলো। কিন্তু সেই কমিটির রিপোর্ট আমাকে দেওয়া কিংবা জানানো হলো না। শুধু বলা হলো, আপনার বিরুদ্ধে অনেক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।'

সক্রিয় জামায়াত গ্রুপ

মণিপুর স্কুলের শিক্ষকদের একটি গ্রুপও উঠে পড়ে লেগেছে শেখ সবদার আলীকে পদ থেকে সরানোর জন্য। তাদের বহু বছরের চেষ্টা এবার তারা সফল করতে চায়। স্কুলের প্রায় ১৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৫০ জন জামায়াতে ইসলামীর মতাদর্শী। এরাই এখন এমপি এস এ খালেকের ঘনিষ্ঠ লোক। দিনে-রাতে অবাধে তার বাসায় যাতায়াত।

খুব সহজে চেয়ারম্যানকে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে অসুবিধা হয় না তাদের। ইন্টারনাল অডিট টিমের ৫ জন শিক্ষকই জামায়াত করে। মাওলানা আব্দুল মান্নান, বেলায়েত হোসেন তাদের অন্যতম। এছাড়াও জামায়াত মতাদর্শী সক্রিয় অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে আব্দুর রহমান, দুরুল হুদা, মাওলানা জামাল উদ্দীন, শেখ আনিসুর রহমান, আবুল হোসেন সখওয়াতী, রইস উদ্দীন, শহীদুল্লাহর নাম শোনা যায়। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে বন্ধের দিন মণিপুর স্কুলে রিপোর্টের প্রয়োজনে গেলে সেখানে এদের অনেককেই দেখা যায় একসঙ্গে আলাপরত অবস্থায়! এ ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষানুরাগী সদস্য আব্দুল মান্নানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জামায়াত শিক্ষকদের প্রসঙ্গে বলেন, 'শিক্ষকদের নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে। একজন শিক্ষক কি রাজনীতি করে সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়।'

এর আগেও জামায়াতের এই গ্রুপটি শেখ সবদার আলীকে স্কুল ছাড়া করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু পারেনি। পারেনি অভিভাবক ও ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে।

এবার তারা এস এ খালেককে দিয়ে সেই কাজটি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেরাই ইন্টারনাল অডিট টিমে থেকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তৈরি করেছে 'পছন্দের' রিপোর্ট। এটাই এখন তাদের প্রশ্ন।

এই জামায়াত গ্রুপের শিক্ষকদের নিয়ে এস এ খালেক গঠন করেছেন ২০০৫ সালের ভর্তি কমিটি। কিন্তু বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের কোনো কমিটি গঠন করার নিয়ম নেই। মাওলানা কামরুল আহসান , খলিলুর রহমান, মাওলানা শহীদুল ইসলাম ছাড়া আরো দুইজন রয়েছে এই কমিটিতে। এদের তত্ত্বাবধানে ২০০৫ সালের সেশনের ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেল এই মাসের ২৩, ২৪ ও ২৬ ডিসেম্বর। এরাই প্রশ্ন করেছে। প্রধান শিক্ষক এই ভর্তি কমিটির ব্যাপারে কিছু জানেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই নিয়ম বহির্ভূত কমিটি কেন? উত্তরটা খুবই সহজ। স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়ায় এস এ খালেক তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে চান। আর সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এই ভর্তির ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক কিছুই জানেন না; এমনকি প্রশ্নমালার মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রেও। কারণ মণিপুর স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য হাজার হাজার অভিভাবক সন্তানদের নিয়ে হাজির হন। টাকার বিনিময়ে ভর্তি করানো গেলে সেটা হতে পারে একটি লাভজনক ক্ষেত্র। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এমনিতে ৫-১০টি করে কোটা পেয়ে থাকেন প্রতি বছর। অনেকেই সেগুলো কাজে লাগান অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি করিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের কোনো কিছু করার থাকে না।

বহিষ্কার, পদত্যাগ না অবসর

শেখ সবদার আলী স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন- খবরটি মিরপুরে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। তবে কেউই বলতে পারে না তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে নাকি তিনি পদত্যাগ করেছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বললে একেকজন একেক কথা বলেন। কেউ বলেন পদত্যাগ, কেউ বলেন অবসর। আসলে কি ঘটেছিলো ১৫ ডিসেম্বর?

শেখ সবদার আলী বলেন, '১৫ ডিসেম্বর আমরা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা সভায় বসি। সভায় এজেন্ডা অন্য বিষয় থাকলেও এমপি সাহেব হঠাৎ বলেন, আপনার বিরুদ্ধে অডিট টিম অনেক অভিযোগ পেয়েছে, আপনি অনেক অনিয়ম করেছেন। সুতরাং আপনাকে স্কুলে আর রাখা যাবে না। তখন আমি বললাম, আমি আসলেই অনিয়ম করছি কি না সেটা দেখার জন্য তো কোর্ট-কাচারি লাগবে। আর কোর্ট-কাচারি করলে তো স্কুল চলবে না। স্কুলে পড়ালেখার মান খারাপ হয়ে যাবে। তখন এমপি সাহেব বললেন, তাহলে স্কুলের মঙ্গলের জন্য পদত্যাগ করেন। অবসর নিয়ে নেন আপনি। আমি জানতে চাইলাম, আমি স্কুলে না থাকলে কি স্কুলের জন্য মঙ্গল হয়? তখন তারা বললো, হ্যাঁ। আমি শুধু বলেছি- তাহলে আমাকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে অবসর দিয়ে দেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে কিছুই বলার সুযোগ না দিয়ে সেই মিটিং আমার দরখাস্ত তারা লিখে আমার সাক্ষর নিয়ে নিলো। আর ২৬ ডিসেম্বর সভার ডাক দিয়ে এজেন্ডায় আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়টি ঢুকালো।'

এস এ খালেক থাকতে চান একক ক্ষমতাবান। হতে চান স্কুলের অর্জিত কৃতিত্বের নায়ক। তাই তো তিনি ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি চেয়ারম্যান হওনের আগে মণিপুর স্কুল খারাপ স্কুল আছিলো। একটাও A+ নাই। হজে যাওয়ার আগে আমি কইলাম আপনেগোরে বেতনভাতা বাড়াইয়া দিমু। আপনারা শিক্ষার মান বাড়ান। তারপর স্কুল A+ পাইলো।' বেতন বাড়ানো আর শিক্ষার মান বাড়ানো যে এক কথা নয় এটা তিনি বোঝেন না

১৫ ডিসেম্বর সভায় ঘটে যাওয়া ঘটনা এমপি এস এ খালেকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অনিয়মের বিষয় যখন আমরা তার বিরুদ্ধে তুলেছি তখন সে স্বেচ্ছায় কইলো, তাহলে আমাকে অবসর দিয়া দেন। আমি কইলাম, আপনে যেইডা ভালা মনে করেন। এখন কেউ যদি কাম করবার না চায় তাহলে কি আমরা ধইরা কাম করামু?'

২৬ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির সভায় প্রধান শিক্ষক শেখ সবদার আলীকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কিংবা অবসর দিতে পারেনি। কারণ গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের কোনো ফর্মুলা স্কুলের কাছে নেই। আবার জানুয়ারির ১ তারিখে সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে হয়তো বা তারা নতুন কোনো চক্রান্ত নিয়ে আসবে। তাই স্কুলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা মনে করেন এখনই প্রয়োজন সরকারি হস্তক্ষেপ। কারণ স্কুলটিকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

শেখ সবদার আলীর চাকরির মেয়াদ আছে আরো দেড় বছর। তাকে যে চাপ দিয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে এটা সবারই বোধগম্য। এস এ খালেক এবং চক্রান্তকারীদের সঙ্গে শেষ দুই বছর আর পেরে উঠছিলেন না শেখ সবদার আলী। সে জন্যই তিনি চেয়েছেন অবসর গ্রহণ। মানসম্মান হারানোর চেয়ে অন্তত পক্ষে এটা অনেক ভালো।

অবসর, পদত্যাগ কিংবা বহিষ্কার কোনোটিই প্রাপ্য নয় শেখ সবদার আলীর। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তিনি। তিনি জানেন একটি ভালো স্কুল কীভাবে তৈরি করতে হয়। দেশের এমন লোকের যেমন দরকার, তেমনি এমন প্রতিষ্ঠানের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি কিছু দেখে না? আমরা এ ব্যাপারে যোগাযোগ করি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'শেখ সবদার আলী দেশের সম্পদ। তিনি মণিপুর স্কুলকে শ্রেষ্ঠ স্কুল বানিয়েছেন। তাকে অবশ্যই স্কুলের প্রয়োজন আছে। আমরা বিষয়টি দেখাবো।'

সবই চলে যায় নষ্টদের দখলে

ভালো কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারছি না আমরা। দুর্নীতি ঢুকে পড়ছে সর্বত্র। যারা ভালো কিছু করতে চায়, সমাজকে দাঁড় করাতে চায় তাদেরকে আমরা খুব সহজেই হারিয়ে যেতে দিচ্ছি।এই সুযোগেই এস এ খালেকের মতো কিছু রাজনীতিবিদ তাদের স্বার্থের জন্য রাজনীতি করছে দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে। অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি এখন ৩৮টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুই বলতে পারেননি, এড়িয়ে গেছেন বিষয়টি। পড়ালেখার মান উন্নয়ন নয়, তিনি এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতিই করে আসছেন। যেখানে বিএনপির মূলধারার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। নিজের রাজনীতি তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব দল পাল্টানো, ভোল পাল্টানো রাজনীতিবিদদের থেকে বাঁচাতে হবে আগামী প্রজন্মকে। যারা বড় হচ্ছে মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় কিংবা দেশের অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

ছবি : **খালেদ সরকার**